কমেছে মাছের আমদানি, ক্রেতাও কম

মেহেরপুরের বাজারে ক্রেতার উপস্থিতি কমে যাওয়ায় বেচাকেনায় ভাটা পড়েছে। গত সপ্তাহের তুলনায় চলতি সপ্তাহে বিভিন্ন ধরনের সবজির সরবরাহ ভালো থাকলেও মাছের আমদানি তুলনামূলক কম। ফলে মাছের দাম চড়া রয়েছে। এতে মাছ কিনতে হিমশিম খাচ্ছেন ক্রেতারা। একই সঙ্গে ক্রেতা সংকটে আগের তুলনায় বেচাকেনা কমে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা।

গতকাল শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, বাজারে বিভিন্ন ধরনের সবজি, মাংস ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ রয়েছে। তবে চাহিদার তুলনায় মাছের আমদানি কম থাকায় মাছের বাজারে দাম বাড়তি। অন্যদিকে বাজারে গ্রামাঞ্চলের ক্রেতাদের উপস্থিতিও তুলনামূলক কম।

বাজারে খুচরা প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৫০ টাকা, রসুন ৯০, কচু ৪০, টমেটো ১২০, কাঁচামরিচ ৮০, বেগুন ৭০, আদা ১৬০, শসা ৫০, কলা ৫০, আলু ২৫, লাউ ৫০, পেঁপে ২০, বরবটি ৫০, গাজর ১৪০, ওল ৫০, লালশাক ৪০, পটল ৪০, ঢেঁড়স ৪০, মিষ্টি কুমড়া ৫০, ঝিঙে ৫০, করলা ৫০ ও কাঁকরোল ৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৩৮-৪০ টাকা, রসুন ৭০, কচু ৩০-৩২, টমেটো ১০০, কাঁচামরিচ ৬০, বেগুন ৬০, আদা ১৪০, শসা ৪০, কলা ৩৮, আলু ১৯, লাউ ৪০, পেঁপে ১০-১২, বরবটি ৪০, গাজর ১১৫-১২০, ওল ৩৮, লালশাক ৩২, পটল ৩০, ঢেঁড়স ৩২, মিষ্টি কুমড়া ৪০, ঝিঙে ৪০, করলা ৪০ ও কাঁকরোল ৪০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

এ ছাড়া বগুড়ার গুটি আলু খুচরা ৭০ টাকা ও পাইকারি ৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

সবজি ব্যবসায়ী কাউসার আলী বলেন, গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে বাজারে সবজির সরবরাহ ভালো। সব ধরনের সবজি আমদানি হচ্ছে। তবে বাজারে ক্রেতা সংকট থাকায় খুচরা ব্যবসায়ীরা খুবই কষ্টের মধ্যে রয়েছেন।

সবজি বিক্রেতা মতিন মিয়া বলেন, বাজারে গ্রামাঞ্চলের মানুষের

উপস্থিতি একদমই কম। তারা হয়তো মনে করছেন, বাজারে সবকিছুর দাম বেশি। আগে যে পরিমাণ বিক্রি করতেন, এখন তার অর্ধেকও করতে পারছেন না। এতে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

সবজি ক্রেতা সুমন মিয়া বলেন, বাজারে সব ধরনের সবজি পাওয়া যাচ্ছে। গত সপ্তাহে যে দাম ছিল, এ সপ্তাহেও মোটামুটি একই রকম রয়েছে।

চাল, ডাল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মধ্যে খুচরা বাজারে প্রতি কেজি আটাশ চাল ৫৫ টাকা, লালসন্য চাল ৫০, আটা ৫০, মসুর ডাল ১২০, কলাই ডাল ২০০, মটর ডাল ৬০, সুলা ডাল ১১০ এবং চিনি ১১৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি আটাশ চাল ৪৮ টাকা, লালসন্য চাল ৪৬, আটা ৪৪, মসুর ডাল ৯০, কলাই ডাল ১৮০, মটর ডাল ৫৫, সুলা ডাল ১০৫ এবং চিনি ১০৭ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি ব্যবসায়ী আনিসুর রহমান বলেন, বর্তমানে সব ধরনের পণ্যের আমদানি রয়েছে। তবে আগের মতো ক্রেতা না থাকায় বিক্রির পরিমাণ কমে গেছে। তিনি আরও বলেন, প্রশাসনের পুলিশ ও আনসারদের রেশনের আটা, চিনি, তেলসহ বিভিন্ন পণ্য বাজারে আসায় বাইরের পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিক্রি করতে সমস্যা হচ্ছে।

মাছের বাজারে খুচরা প্রতি কেজি রুই ৩২০ টাকা, সিলভার ২০০, তেলাপিয়া ২২০, পাঙ্গাস ১৯০, বড় গ্লাসকাপ ৩৫০, মাঝারি ইলিশ ৮৫০, বড় কাতলা ৪০০, বাগদা চিংড়ি ৮০০, জিউল ৩৫০, কই ২০০ ও বাটা ২২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি রুই ৩০৫ টাকা, সিলভার ১৮০, তেলাপিয়া ১৮০, পাঙ্গাস ১৭০, বড় গ্লাসকাপ ৩২০, মাঝারি ইলিশ ৮০০, বড় কাতলা ৩৭০, বাগদা চিংড়ি ৭৩০, জিউল ৩০০, কই ১৮০ ও বাটা ১৯০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছ ব্যবসায়ী সুনীল কুমার হালদার বলেন, তারা পাইকারি বাজার থেকে মাছ কিনে খুচরা বিক্রি করেন। কিন্তু পাইকারি ব্যবসায়ীরাও নিজেদের দোকানের সামনে খুচরা মাছ বিক্রি করায় তাদের বেচাকেনা অনেকটা কমে গেছে। এর সঙ্গে চাহিদার তুলনায় মাছের আমদানি কম থাকায় বাজারে মাছের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাছ ব্যবসায়ী সুজল কুমার হালদার বলেন, তিনি ছোটবেলা থেকে মাছের

ব্যবসা করছেন। তার ব্যবসায়ী জীবনে এমন ক্রেতা সংকট আগে দেখেননি। পাইকারি দোকানদাররা খুচরা বিক্রি করায় তাদের ব্যবসায়ও প্রভাব পড়ছে।

মাছ ক্রেতা বাবলু বিশ্বাস বলেন, তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। প্রতিদিনের আয় দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার করে সংসার চালানোই কঠিন হয়ে পড়েছে। বর্তমানে বয়লার মুরগির চেয়েও মাছের দাম বেশি হওয়ায় মাছ কেনা কঠিন হয়ে গেছে।

মাছ ক্রেতা মফিজুর রহমান বলেন, গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে মাছের দাম বেশি। আমরা মাছে-ভাতে বাঙালি, কিন্তু সেই মাছ কিনতেই এখন হিমশিম খেতে হচ্ছে।

মাংসের বাজারে খাসির মাংস প্রতি কেজি ১১০০ টাকা, গরুর মাংস ৭৫০ টাকা এবং ছাগির মাংস ৯০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।
খুচরা বাজারে বয়লার মুরগি ১৯০ টাকা, সোনালি ২৮০, লেয়ার ৩৬০, দেশি মুরগি ৬৫০, চিনিহাঁস ৪৫০, পাতিহাঁস ৩৫০-৪০০ এবং রাজহাঁস ৪৫০-৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

সব মিলিয়ে মেহেরপুরের বাজারে সবজির সরবরাহ ভালো থাকলেও ক্রেতার উপস্থিতি কম। অন্যদিকে মাছের আমদানি তুলনামূলক কম থাকায় মাছের দাম চড়া। ক্রেতা সংকট ও কম বেচাকেনায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। বাড়তি দামের কারণে মাছ কিনতে গিয়ে নিম্ন ও স্বল্প আয়ের মানুষকে বাড়তি চাপে পড়তে হচ্ছে।

পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক হলেও ক্রেতা সংকটে বিক্রি কম

মেহেরপুরের বাজারে মাছের দাম গত সপ্তাহের তুলনায় তেমন কমেনি। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় মাছের দাম বাড়তি রয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এতে নিম্ন ও স্বল্প আয়ের মানুষের মাছ কিনতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

অন্যদিকে, গত সপ্তাহের তুলনায় অধিকাংশ সবজির দাম কিছুটা কমে বর্তমানে স্বাভাবিক পর্যায়ে রয়েছে। তবে সব মিলিয়ে বাজারে ক্রেতার উপস্থিতি কম থাকায় বিক্রিও কমেছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

গতকাল শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, বাজারে বিভিন্ন ধরনের সবজি, মাছ, মাংস ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ রয়েছে।

অধিকাংশ সবজির দাম গত সপ্তাহের তুলনায় কিছুটা কমলেও ক্রেতাদের উপস্থিতি তুলনামূলক কম।

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৪৫ টাকা, রসুন ১০০, কচু ৪০, টমেটো ৯০, কাঁচামরিচ ১০০, বেগুন ১০০, আদা ১৭০, শসা ৪৫-৫০, কলা ৫০, আলু ২৫, লাউ ৫০, পেঁপে ১৫, বরবটি ৭০, গাজর ১৪০, ওল ৫০, লালশাক ৪০, পটল ৫০, ঢেঁড়স ৫০, মিষ্টি কুমড়া ৬০, ঝিঙে ৫০, করলা ৫০ এবং কাঁকরোল ৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৩৬ টাকা, রসুন ৮৫, কচু ৩০, টমেটো ৭০, কাঁচামরিচ ৯০, বেগুন ৯০, আদা ১৪০, শসা ৩৫, কলা ৪০, আলু ১৯, লাউ ৪০, পেঁপে ১০, বরবটি ৬০, গাজর ১২০, ওল ৪০, লালশাক ৩০, পটল ৪০, ঢেঁড়স ৩৫, মিষ্টি কুমড়া ৪৭, ঝিঙে ৪০, করলা ৪০ এবং কাঁকরোল ৪০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

চাল, ডাল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মধ্যে আটাশ চাল ৫৫ টাকা, লালসন্য চাল ৫০, আটা ৪৫, মসুরি ডাল ১১০, কলাই ডাল ১৮০, মটর ডাল ৬০, সুলা ডাল ১১০ এবং চিনি ১১৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজারে প্রতি কেজি রুই ৩৫০ টাকা, সিলভার ২২০, তেলাপিয়া ২৪০, পাঙ্গাস ২০০, গ্লাসকাপ বড় ৪০০, মাঝারি ইলিশ ৭০০, বড় কাতলা ৪০০, চিংড়ি ৮০০, জিউল ৩৫০, কই ২২০ এবং বাটা ২৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের পাইকারি দামও তুলনামূলক বেশি। রুই ৩২০ টাকা, সিলভার ১৯০ টাকা, তেলাপিয়া ২২০ টাকা, পাঙ্গাস ১৮০ টাকা, গ্লাসকাপ বড় ৩৩০, ইলিশ ৬৭০ , কাতলা ৩৭০, চিংড়ি ৭৫০, জিউল ৩০০, কই ২০০ এবং বাটা ২৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের দাম বেশি হওয়ায় ক্ষোভ জানিয়েছেন সাধারণ ক্রেতারা। মাছ ক্রেতা মকলেস মিয়া বলেন, “আমরা নিম্ন আয়ের মানুষ। তেলাপিয়া ও

সিলভার মাছের দাম কিছুটা কমলে আমাদের মতো স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য বাজার করা সহজ হতো। চাহিদার তুলনায় বাজারে মাছের পরিমাণ কম থাকায় দামও কমছে না।”

আরেক মাছ ক্রেতা বলেন, “মাছের দাম গত সপ্তাহের মতোই বেশি। পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী মাছ কিনতে গেলে অন্যান্য বাজারের খরচ কমাতে হচ্ছে। স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য এ দামে নিয়মিত মাছ কেনা কঠিন।”

মাছ ব্যবসায়ী সুনিল কুমার হালদার বলেন, “প্রতিদিনের মতো আজও মাছের চাহিদা রয়েছে। তবে গত সপ্তাহের তুলনায় মাছের বাজারে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। সরবরাহ ও চাহিদার ওপর ভিত্তি করেই দাম রয়েছে।”

সবজি ক্রেতা মনিরুল ইসলাম বলেন, “ইদানীং বাজারে সব ধরনের সবজি পাওয়া যাচ্ছে। গত সপ্তাহের তুলনায় আজ সবজির দাম কিছুটা কমেছে। গত সপ্তাহে বেগুন ১৩০ টাকা কেজি দরে কিনেছিলাম, আজ ১০০ টাকা দরে কিনেছি। দাম আরও কিছুটা কমলে সাধারণ মানুষের জন্য ভালো হতো।”

ক্রেতা তুষার বলেন, “বেগুন, টমেটো ও গাজর ছাড়া গত সপ্তাহের তুলনায় বেশিরভাগ সবজির দাম কিছুটা কমেছে। তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম আমাদের আয়ের তুলনায় এখনো বেশি। সবকিছু একসঙ্গে কেনা স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য কঠিন।”
করলা চাষি আসাদুল মিয়া বলেন, “দুই সপ্তাহ ধরে আমরা করলা প্রায় ৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছি। এখন আবহাওয়া ভালো থাকলে এবং করলার ফলন ঠিক থাকলে হয়তো চাষিরা লাভবান হতে পারবেন।”

কাঁচাবাজারের ব্যবসায়ী জাব্বার আলী বলেন, “মেহেরপুর বড়বাজারে সব ধরনের সবজি, মাছ, মাংস ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে বাজারে ক্রেতার উপস্থিতি খুবই কম। আগে যে পরিমাণ বেচাকেনা হতো, এখন তার অর্ধেকেরও কম হচ্ছে।”

তিনি আরও বলেন, “গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে অনেক সবজির দাম কমেছে। তবে ক্রেতা কম থাকায় বিক্রি কমে গেছে। অলিগলিতে এবং অধিকাংশ মুদিখানার দোকানেও সবজি বিক্রি হওয়ায় বড় বাজারে খুচরা বিক্রির পরিমাণও কমেছে।”

ব্যবসায়ী আশকার আলী বলেন, “করলা ও কাঁচামরিচসহ কয়েকটি সবজি ছাড়া অধিকাংশ সবজির দাম গত সপ্তাহের তুলনায় ১০ থেকে ২০ টাকা কমেছে।

বর্তমানে চাষিদের উৎপাদন খরচের তুলনায় সবজির দাম স্বাভাবিক রয়েছে। তবে বাজারে ক্রেতাদের উপস্থিতি খুবই কম।”

মাংসের বাজারে খাসি ১ হাজার ১০০ টাকা, গরুর মাংস ৭৫০ এবং ছাগির মাংস ৯০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া বয়লার মুরগি ১৭০-১৮০ টাকা, সোনালি ২৬০-২৮০, লেয়ার ৩৪০-৩৫০, দেশি মুরগি ৬৫০, চিনিহাঁস ৪৫০, পাতিহাঁস ৩৫০-৪০০ এবং রাজহাঁস ৪৫০-৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাজারে পণ্যের সরবরাহ মোটামুটি স্বাভাবিক থাকলেও ক্রেতার উপস্থিতি কমে যাওয়ায় বেচাকেনা কমেছে।

বিশেষ করে স্বল্প ও নিম্ন আয়ের মানুষ প্রয়োজনীয় পণ্য কিনলেও মাছসহ তুলনামূলক বেশি দামের পণ্য কেনার ক্ষেত্রে পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছেন।

মেহেরপুরে মাছ ও সবজির বাজার চড়া

মেহেরপুরের বড় বাজারসহ জেলার বিভিন্ন বাজারে মাছ ও সবজির দাম বেড়েছে। বিশেষ করে মাছের বাজারে ২০০ টাকার নিচে কোনো মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। এতে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের ক্রেতাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার মেহেরপুর বড় বাজারসহ জেলার বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, খুচরা বাজারে পিয়াজ ৫০ টাকা,রসুন ১০০ টাকা,আলু ২৫ টাকা,গাজর ১৩৫-১৪০ টাকা, আদা ১৭০-১৮০ টাকা, টমেটো ১১৫-১২০ টাকা, বেগুন ৯০-১০০ টাকা, কাঁচা মরিচ ৬০-৬৫ টাকা এবং বরবটি ৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া শসা ৫৫-৬০, লাউ ৪৫-৫০, ওল ৪৫-৫০, ঝিঙে ৫০, মিষ্টি কুমড়া ৫০,লালশাক ৪০ টাকা, কাকরুল ৫০ এবং করলা ৩৫-৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হতে দেখা গেছে।

পাইকারি ও খুচরা বাজারের দামের তুলনায়ও বেশ কিছু পণ্যে

উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রয়েছে। পাইকারি বাজারে বেগুন ৭৫-৮০ টাকা, টমেটো ১০০-১০৫ টাকা, গাজর ১১৫-১২০ টাকা, আদা ১৫০-১৫৫ টাকা, কাঁচা মরিচ ৪৫-৫০ টাকা এবং বরবটি ৪৫-৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

বাজারে বেগুন, টমেটো, রসুন,গাজর, আদা ও বরবটির দাম তুলনামূলক বেশি বলে ক্রেতা-বিক্রেতারা জানিয়েছেন। তবে ব্যবসায়ীদের দাবি, বৃষ্টি ও সরবরাহ কমে যাওয়ার কারণে কয়েকটি সবজির দাম বেড়েছে।

সবজি ক্রেতা আনসারুল হক বলেন, “গত সপ্তাহের চেয়ে এই সপ্তাহে কিছু কিছু সবজির দাম একটু বেশি। আমরা নিম্ন আয়ের মানুষ। বাড়তি দামে সবজি কিনতে কষ্ট হচ্ছে। তবে কাঁচা মরিচের দাম স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে।”

সবজি ক্রেতা রাজু আহমেদ বলেন, “সবজি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের সব সময়ই দরকার। দাম কমুক বা বাড়ুক, কিনতেই হবে। কিছু কিছু সবজির দাম ঠিক থাকলেও বেগুনসহ কয়েকটি সবজির দাম বেশি।”

ব্যবসায়ী জাব্বার হোসেন বলেন, “গত সপ্তাহের চেয়ে এ সপ্তাহে মালের দাম কিছুটা কম। তবে বেচাকেনাও কম। কয়েকটি জিনিসের দাম একটু বেশি হয়েছে। বর্ষায় ফুল-জালি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বেগুন, পটল ও মিষ্টি কুমড়ার দাম বেড়েছে। এছাড়া আলু, কাঁচা মরিচ, কচুসহ অনেক সবজির দাম স্বাভাবিকের মধ্যেই আছে।”

খুচরা সবজি বিক্রেতা মিজানুর রহমান বলেন, “আগে মালামালের দাম কম ছিল, তাই বিক্রিও বেশি হতো। এখন প্রায় সব মালামালের দাম আগের তুলনায় বেশি। আগে যে বেগুন ৫০-৬০ টাকায় বিক্রি করতাম, এখন তা ১০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করতে হচ্ছে। পটলও ৫০-৬০ টাকা দরে বিক্রি করতে হচ্ছে।”

ব্যবসায়ী কাউসার বলেন, “বৃষ্টির কারণে অনেক পণ্যের আমদানি কমে গেছে। এ কারণে কিছু পণ্যের দাম বেশি। বাজারে ক্রেতার আগমনও কম, ফলে খুচরা বেচাকেনা অনেক কমে গেছে। চাষিরাও সমস্যায় আছেন। যে পরিমাণ মাল হওয়ার কথা, তা হচ্ছে না। অনেক চাষি অল্প পরিমাণ পণ্য বাজারে নিয়ে আসছেন।”

সবজির পাশাপাশি মেহেরপুরের মাছের বাজারে চড়া দাম নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে বেশি অসন্তোষ দেখা গেছে। বাজারে তেলাপিয়া ও পাঙ্গাস মাছ প্রতি কেজি ২০০ টাকা, কাতলা ৩০০ টাকা, বাটা ১৯০-২০০ টাকা, কই

২১০-২২০ টাকা এবং জিউল মাছ ৩০০-৩৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

এছাড়া মাঝারি আকারের ইলিশ প্রতি কেজি প্রায় ৭০০ টাকা, চিংড়ি ৮০০ টাকা এবং গ্লাসকাপ মাছ ২৮০-৩০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হতে দেখা গেছে। পাইকারি বাজারে তেলাপিয়া ১৮০, পাঙ্গাস ১৭০, কাতলা ২৭০, বাটা ১৭০, কই ১৯০ এবং ইলিশ ৬৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছ ব্যবসায়ী সুজল কুমার হালদার বলেন, “ইলিশ মাছসহ প্রায় সব মাছের দামই একটু বেশি। এখন খাল-বিলেও মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। এ সময়ে মাছ ধরার পরিমাণ কম থাকায় বাজারে আমদানিও কম। গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে কিছুটা দাম বেড়েছে। তবে বাজারে মাছের চাহিদা বেশি।”

আরেক মাছ ব্যবসায়ী সুনীল কুমার হালদার বলেন, “বাজারে মাছের আমদানি কম হওয়ায় দাম বেশি। চাহিদা অনুযায়ী মাছ পাওয়া গেলে দাম কমে যাবে বলে আশা করছি।”

মাছ ক্রেতা রফিকুল ইসলাম বলেন, “আগের তুলনায় সব ধরনের মাছের দামই বেশি। ইলিশসহ যেকোনো মাছ কিনতে বেশি টাকা লাগছে। বাজারে ঘুরে দেখা যাচ্ছে, কেজিপ্রতি ২০০ টাকার নিচে মাছ খুব কমই পাওয়া যাচ্ছে। মাছ সবারই প্রিয়, তাই দাম কিছুটা কমলে সাধারণ মানুষের জন্য সুবিধা হতো।”

বাজারে আটাশ চাল ৫৫ টাকা, লালসন্য চাল ৫০ টাকা এবং আটা ৪৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। মসুরি ডাল ১১০-১২০ টাকা, কলাই ডাল ১৭০ টাকা, মটর ডাল ৬৫ টাকা, সুলা ডাল ১১০ টাকা এবং চিনি ১১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাংসের বাজারে গরুর মাংস প্রতি কেজি ৭৫০ টাকা, খাসির মাংস ১১০০ টাকা এবং ছাগির মাংস ৯০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে বয়লার মুরগি ১৭০-১৮০ টাকা, সোনালি ২৬০-২৮০ টাকা, লেয়ার ৩৪০-৩৫০ টাকা এবং দেশি মুরগি ৬৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া চিনিহাস ৪৫০ টাকা, পাতিহাঁস ৩৫০-৪০০ টাকা এবং রাজহাঁস ৪৫০-৫০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

তবে মুরগি ও হাঁসের বিক্রেতাদের দাবি, এসব পণ্যের দাম মোটামুটি স্বাভাবিক থাকলেও বাজারে ক্রেতার সংখ্যা কমে যাওয়ায় বেচাকেনা আগের তুলনায় কমেছে।

সার্বিকভাবে বাজারে কিছু পণ্যের দাম স্বাভাবিক থাকলেও মাছ, বেগুন, গাজর, আদা ও টমেটো সহ কয়েকটি সবজির বাড়তি দাম সাধারণ ক্রেতাদের ওপর চাপ তৈরি করছে। ক্রেতাদের দাবি, বাজারে পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি পাইকারি ও খুচরা দামের ব্যবধানও নজরদারির আওতায় আনা প্রয়োজন।

মেহেরপুরে সোলার প্যানেল কিনে ফ্রিজ জিতলেন ক্রেতা

মেহেরপুরের স্টেডিয়াম মার্কেটের মামুন সোলার পয়েন্টের ‘ঈদ ধামাকা’ অফারে সোলার প্যানেল কিনে একটি ফ্রিজ জিতেছেন এক ভাগ্যবান ক্রেতা।

এছাড়াও লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে মোবাইল ফোন, ওয়াটার হিটার, সোলার ফ্যানসহ বিভিন্ন আকর্ষণীয় উপহার জিতেছেন আরও অনেক ক্রেতা।

আজ বুধবার বিকেলে আয়োজিত ‘ঈদ ধামাকা’ অফারের লাকি ড্র অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে এসব উপহার তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রথম পুরস্কার হিসেবে ফ্রিজ বিজয়ী ক্রেতার হাতে তুলে দেন সদর ট্রাফিক পুলিশের (প্রশাসন) পরিদর্শক মো. আব্দুল হান্নান।

মামুন সোলার পয়েন্টের স্বত্বাধিকারী আবদুল আল মামুন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলাম।

এ সময় মামুন সোলার পয়েন্টের ক্রেতা, ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। আয়োজকরা জানান, ক্রেতাদের উৎসাহিত করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের আকর্ষণীয় অফার ও লাকি ড্র কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

ঝিনাইদহের মার্কেটগুলোতে পর্যাপ্ত টয়লেট সুবিধা না থাকায় ক্রেতারা ভোগান্তিতে

ঝিনাইদহ শহরের বিভিন্ন বিপনী বিতান, পোশাকের দোকান ও শপিং সেন্টারে পর্যাপ্ত টয়লেট বা ওয়াশরুম না থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়ছেন ক্রেতারা। বিশেষ করে নারী, শিশু ও বয়স্কদের জন্য এই সমস্যা দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে। শহরের ব্যস্ত মার্কেটগুলোতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেনাকাটা করলেও ব্যবহারযোগ্য কোনো পাবলিক টয়লেট বা ওয়াশরুম না থাকায় বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে সাধারণ ক্রেতাদের।

শহরের পায়রা চত্বরের ১০ তলা, বঙ্গবাজার, পিপিলিকা মার্কেট, মুন্সী মার্কেট, কেপি বসু সড়কসহ বিভিন্ন মার্কেট ঘুরে দেখা গেছে, অধিকাংশ বিপণিবিতানে নেই কোনো নির্দিষ্ট টয়লেট ব্যবস্থা। কোথাও কোথাও দোকান মালিকদের ব্যক্তিগত টয়লেট থাকলেও তা সাধারণ ক্রেতাদের জন্য উন্মুক্ত নয়।

শৈলকুপা থেকে কেনাকাটা করতে আসা গৃহিণী রোজিনা খাতুন বলেন, মার্কেটে এসে অনেক সময় দুই-তিন ঘণ্টা থাকতে হয়। কিন্তু জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহার করার মতো কোনো ওয়াশরুম পাওয়া যায় না। নারীদের জন্য এটা খুবই কষ্টকর ও বিব্রতকর।

কলেজছাত্রী তানজিলা ইসলাম বলেন, বন্ধুদের সঙ্গে শপিং করতে এসে সবচেয়ে বড় সমস্যায় পড়তে হয় ওয়াশরুম নিয়ে। অনেক সময় বাধ্য হয়ে বাসায় ফিরে যেতে হয়।

শহরের ব্যবসায়ী আব্দুল কাদের জানান, বর্তমানে মার্কেটগুলো আধুনিক হচ্ছে, কিন্তু মৌলিক নাগরিক সুবিধার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে না। একটি বড় মার্কেটে অন্তত নারী-পুরুষের জন্য আলাদা টয়লেট থাকা উচিত।

ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবরে সভাপতি আসিফ ইকবাল মাখন বলেন, শহরের

বেশিরভাগ মার্কেট অনেক আগে নির্মাণ করা। সেসময় কোন মালিক এই বিষয় ভাবেনি। নতুন করে যেসব মার্কেট তৈরী করা হচ্ছে সেসব মার্কেটগুলোতে টয়লেট করা জরুরী। এছাড়াও পৌরসভার পক্ষ থেকে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করলে সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে বলে আমি মনে করি।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ পৌরসভার প্রশাসক রথীন্দ্রনাথ রায় বলেন, বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। শহরের বিভিন্ন মার্কেট ও বিপণিবিতানে জনসাধারণের জন্য পর্যাপ্ত টয়লেট সুবিধা নিশ্চিত করতে আমরা ব্যবসায়ী সমিতি ও মার্কেট মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করবো। নতুন মার্কেট নির্মাণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত ওয়াশরুম বাধ্যতামূলক করার বিষয়েও উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে ফ্রিজ কিনে ৫০ হাজার টাকার ভাউচার জিতলেন ক্রেতা

দেশব্যাপী উৎসবমুখর পরিবেশে চলছে ওয়ালটন-এর ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন-২৪। এই ক্যাম্পেইনের আওতায় ঝিনাইদহ শহরের দিশারী পাড়ার বাসিন্দা ও সাবেক সেনা সদস্য হাসান নেওয়াজ একটি ফ্রিজ কিনে ৫০ হাজার টাকার ক্যাশ ভাউচার জিতে নিয়েছেন।

জানা যায়, গত ১৬ এপ্রিল ঝিনাইদহের এইচএসএস সড়কে অবস্থিত ওয়ালটন প্লাজা থেকে ৪৩ হাজার টাকায় ৩১২ লিটারের একটি ফ্রিজ কেনেন হাসান নেওয়াজ। ফ্রিজটি কেনার পর তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ক্রয়কৃত পণ্যের মডেল ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

ফ্রিজটি বাসায় নেওয়ার আগেই তার মোবাইলে একটি খুদে বার্তা আসে, যেখানে জানানো হয় তিনি ৫০ হাজার টাকার ক্যাশ ভাউচার জিতেছেন।

পুরস্কারপ্রাপ্তির পর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে হাসান নেওয়াজ বলেন, “ওয়ালটনের ফ্রিজ কিনে পাওয়া ৫০ হাজার টাকার ভাউচার দিয়ে আমি ফ্রিজ, এলইডি টিভি, ফ্যান, গ্রাইন্ডার, ইন্ডাকশন কুকার ও ইস্ত্রিসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক পণ্য কিনেছি। একটি

ফ্রিজ কেনার সুবাদে আমার ঘরের প্রায় সব প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা পূরণ হয়েছে। এতে আমি ও আমার পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত।”

মঙ্গলবার (৫ মে) সকালে ঝিনাইদহের এইচএসএস সড়কের ওয়ালটন প্লাজার আয়োজনে এক অনুষ্ঠানে হাসান নেওয়াজের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ভাউচার তুলে দেন ওয়ালটন প্লাজার খুলনা বিভাগের চিফ ডিভিশনাল অফিসার মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির এবং ঝিনাইদহ এরিয়ার রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার রিফাত হাসান খান। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন প্লাজার ম্যানেজার মো. তোতা মিয়া।

পুরস্কার বিতরণ শেষে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি এইচএসএস সড়কের ওয়ালটন প্লাজা থেকে শুরু হয়ে ঝিনাইদহ শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

উল্লেখ্য, ওয়ালটনের ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন-২৪-এ দেশের যেকোনো প্লাজা, পরিবেশক, শোরুম কিংবা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ‘ই-প্লাজা’ থেকে ফ্রিজ, এসি, টিভি, ওয়াশিং মেশিন ও ফ্যান কিনে ক্রেতারা ‘ননস্টপ মিলিয়নিয়ার’ হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। পাশাপাশি থাকছে কোটি কোটি টাকার নিশ্চিত উপহার।

স্তুপের মধ্যে থেকে বেছে নিচ্ছেন নিজের পছন্দের পোশাক

পবিত্র মাহে রমজানের শেষ মুহূর্তে এসে জমজমাট হয়ে উঠেছে মেহেরপুরের ঈদ বাজার। রমজানের শুরুর দিকে বাজারে ক্রেতাদের উপস্থিতি কম থাকলেও এখন বিভিন্ন মার্কেট ও দোকানপাটে দেখা যাচ্ছে উপচে পড়া ভিড়।

বাজার ঘুরে দেখা গেছে, ব্যস্ত সময় পার করছেন ব্যবসায়ীরা। দোকানের ভেতরের আনাচে-কানাচে ক্রেতাদের ভিড়। এমন অবস্থায় স্তূপ করা কাপড়ের মাঝ থেকে নিজেদের পছন্দের পোশাক বেছে নিচ্ছেন

ক্রেতারা।

কিছু কিছু পোশাকের দাম রাখা হচ্ছে আকাশচুম্বি। ফলে সমস্যায় পড়ছেন নিম্ন ও মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষ। তবুও দরদাম শেষে অনেকেই পরিবারের জন্য নতুন পোশাক, স্যান্ডেল-জুতা ও নানা ধরনের জুয়েলারি কিনে বাড়ি ফিরছেন।

শিশু-কিশোরদের মধ্যে গাঢ় রঙের পোশাক বেশ জনপ্রিয়। জরি, সুতা, পুঁথি, চুমকি ও কুন্দন দিয়ে নকশা করা সালোয়ার-কামিজের বিক্রিও ভালো।

বাজারে সারারা, গারারা, গ্রাউন্ড ফ্রক, কুর্তি, লেহেঙ্গা, ওয়ান পিস, টু-পিস ও থ্রি-পিসসহ নানা ধরনের পোশাকের পসরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা।

প্রতি বছরের মতো এবারও পোশাকের দাম বেড়েছে। তবে মানের দিক দিয়ে তেমন কোনো পরিবর্তন নেই বলে জানিয়েছেন ক্রেতারা।
বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন নামের পোশাক ১ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ৫/৬ হাজার টাকায় বিক্রি হলেও এবার শুধু নাম পরিবর্তন করে সেগুলোই আরও বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন অনেক ক্রেতা।

মুজিবনগর থেকে বাজার করতে আসা আব্দুর সাত্তার বলেন, “প্রতিবছরের মতো এবারও আমি মেহেরপুরেই বাজার করতে এসেছি। আমাদের বাজেট অনুযায়ী কেনাকাটা করতে পেরে ভালো লাগছে। ঈদের জন্য পরিবারের সব কেনাকাটা শেষ করেছি।”

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের পল্লী চিকিৎসক শহিদুল ইসলাম বলেন, “পরিবার নিয়ে বাজারে এসেছি। কিন্তু পোশাকের দাম অনেক বেশি। দুইটার জায়গায় একটা কিনতে হচ্ছে। কারও জন্য কিনতে পারছি, আবার কারও জন্য পারছি না। আয়ের সঙ্গে ব্যয় মেলাতে কষ্ট হচ্ছে।”

শহরের কালাচাঁদপুর এলাকার অটোচালক কিতাব আলী বলেন, “বাজারে পছন্দসই অনেক পোশাক রয়েছে। তবে ডিজাইনের কারণে দাম অনেক বেশি। বড়দের জন্য দেশি পোশাক কিনব, আর সন্তানদের জন্য তাদের পছন্দমতো পোশাক কিনতেই হবে।”

মুজিবনগর উপজেলার তারানগর গ্রামের শিক্ষক শফিকুল ইসলাম ও তার

স্ত্রী লাভলি ইয়াসমিন বলেন, “এখন শুধু পোশাক নয়, তার সঙ্গে মিলিয়ে স্যান্ডেল, জুতা, জুয়েলারি ও কসমেটিকও কিনতে হচ্ছে। বাজারে প্রতিযোগিতা বেশি, তাই দরদাম করে কিনতে হচ্ছে। নিয়মিত বাজার মনিটরিং করলে সাধারণ ক্রেতারা প্রতারিত হতো না।”

ব্যবসায়ীরা জানান, রমজান উপলক্ষে বেচাকেনা ভালো হলেও আরও বাড়ার আশা করছেন তারা। তবে দিনের বেলায় ক্রেতাদের ভিড় থাকলেও ইফতারের পর থেকে ক্রেতাদের আনাগোনা কমে যাচ্ছে। নিরাপত্তার আশঙ্কায় অনেকেই গ্রাম থেকে রাতে শহরে বাজার করতে আসছেন না।

স্মার্ট ওয়ার্ডের ব্যবসায়ী আরাফাত রহমান বলেন, “এ বছর বেচাকেনা খুবই ভালো। তবে দিনের তুলনায় রাতে একটু কম। রাস্তাঘাটের অবস্থার কারণে কিছুটা ভয় থাকে, কিন্তু দিনের বেলায় আল্লাহর রহমতে ব্যবসা ভালো।”

নতুন শাহ বস্ত্রালয়ের স্বত্বাধিকারী দীপঙ্কর সাহা দেবু বলেন, “রমজানের কারণে বিক্রি ভালো। ঈদ যত ঘনিয়ে আসবে, বিক্রি আরও বাড়বে বলে আশা করছি।”

শতবর্ষী ঐতিহ্যবাহী কাপড়ের দোকান আগারগাঁও বস্ত্রালয়ের স্বত্বাধিকারী মোহন কুমার চৌধুরী জানান, “এবার ইন্ডিয়ান ও পাকিস্তানি পোশাকের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার বিক্রিও বেশি হচ্ছে।”

এপেক্স শোরুমের ম্যানেজার আনোয়ার হোসেন ও বাটা শোরুমের ম্যানেজার রফিকুল ইসলাম বলেন, “আমাদের পণ্য নির্ধারিত দামে বিক্রি হয়। এখানে প্রতারিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।”

পোশাক ব্যবসায়ী অমি ফ্যাশনের মালিক ছানোয়ার হোসেন বলেন, “বেশি দামে পোশাক কিনে বাজারজাত করতে হচ্ছে বলেই এবার দাম কিছুটা বেশি। তবে বাজারে পছন্দের পোশাকের কোনো অভাব নেই।”

বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ও জামান বস্ত্রালয়ের মালিক মনিরুজ্জামান দিপু বলেন, “এবারের রমজান ব্যবসার জন্য ভালো যাচ্ছে। মেয়েরা গরমের কারণে হালকা রঙের পোশাক বেশি কিনছে, আর শিশু-কিশোররা গাঢ় রঙের পোশাক পছন্দ করছে। তবে আগে গ্রামের মানুষ রাতেও বাজার করতে আসত, এখন রাতে গ্রাহক কমে গেছে। আইনশৃঙ্খলার কিছুটা শঙ্কাও রয়েছে।”

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় জানান, “রমজান ও ঈদকে সামনে রেখে নিরাপদ কেনাকাটার পরিবেশ নিশ্চিত করতে শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মোড়ে পুলিশ টহল জোরদার করা হয়েছে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সে বিষয়ে পুলিশ সতর্ক রয়েছে।”

ঝিনাইদহে মৃত ক্রেতার পরিবারকে ওয়ালটন প্লাজার আর্থিক সহায়তা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নেবুতলা গ্রামের গৃহিণী বেদানা খাতুন ওয়ালটন প্লাজা থেকে কিস্তিতে একটি ফ্রিজ কিনেছিলেন। দুই কিস্তি পরিশোধের পর অসুস্থতাজনিত কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এ প্রেক্ষিতে অসহায় পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়েছে ওয়ালটন প্লাজা কর্তৃপক্ষ।

ওয়ালটনের ‘কিস্তি ক্রেতা ও পরিবার সুরক্ষা নীতি’ এর আওতায় বাকি সব কিস্তি মওকুফ করে দেওয়া হয়েছে এবং পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে শহরের অগ্নিবীনা সড়কের ওয়ালটন প্লাজায় বেদানা খাতুনের স্বামী হায়দার আলীর হাতে নগদ ৫০ হাজার টাকা তুলে দেন ওয়ালটনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ওয়ালটনের মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান ফয়সাল ওয়াহিদ, কো-অর্ডিনেটর গোলাম মোস্তফা, চিফ ডিভিশনাল অফিসার ওয়াহিদুল ইসলাম, ক্রেডিট ম্যানেজার আবু সালেহ এবং ম্যানেজার এস. এম. সাদিক-ই-নূর।

ওয়ালটন প্লাজার ম্যানেজার সাদিক-ই-নূর বলেন, ক্রেতা মারা গেলে কিস্তি মওকুফসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান ওয়ালটনের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বিশ্বের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ওয়ালটনই এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ নিয়েছে। কিস্তিতে পণ্য কেনার পর ক্রেতা মারা গেলে তার পরিবারের কোনো দায়ভার থাকে না। ক্রেতাদের সর্বোচ্চ সেবা দিতে আমরা সবসময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মেহেরপুরে জমে উঠেছে ঈদের বাজার, ক্রেতাদের ভিড়

পবিত্র মাহে রমজান শেষে মেহেরপুর শহরের বাজার এখন পুরোপুরি ঈদের আমেজে ভরপুর। প্রতিটি দোকানে ক্রেতাদের ভিড় যেনো ঈদের আনন্দকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ছোট-বড় সকলেই তাদের বাজেট অনুযায়ী শপিং করতে ব্যস্ত, যেন ঈদের প্রস্তুতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত থেমে না থাকে।

শহরের বিভিন্ন অভিজাত বিপনী বিতান শপিংমল এমনকি ফুটপাত উপচেপড়া ভিড়। সকাল থেকে দুপুর ও বিকেল থেকে সন্ধ্যারাত পর্যন্ত রূপ নেয় ক্রেতা ও দর্শনার্থী সমুদ্রে। উদ্দেশ্য আসন্ন ঈদুল ফিতরের জন্য নতুন পোশাক এবং অন্যান্য অনুষঙ্গ কেনা।

গেল বছরের তুলনায় একটু দাম বেশি বলেও দাবী ক্রেতাদের। ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে দরকসাকসির শেষে বাড়ি ফেরার পথে সবার হাতেই থাকছে এক বা একাধিক নতুন কাপড়ে ভরা ব্যাগ।

রবিউল ইসলাম নামের এক ক্রেতা জানান “আমাদের বাজেট অনুযায়ী কেনাকাটা করতে পেরে খুব ভালো লাগছে। ঈদে পরিবারের জন্য সব কিছু কেনা হয়ে গেছে, এবার শুধু আনন্দে মেতে ওঠা বাকি।”
নয়ন স্টারের স্বত্বাধিকারী বলেন, “আগের চেয়ে বিক্রি ভালো হয়েছে। আগামী দিনে আশা করছি আরও ভালো হবে, কারণ ক্রেতাদের আগমন বেড়েছে।”

মেয়েদের পোশাকের মধ্যে এবার পাথরের কাজের তুলনায় সুতার কাজের কামিজগুলো ভালো চলছে। বিাভিন্ন দোকান ঘুরে দোকানী ও ক্রেতাদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, ভারতীয় কাপড়ে জরি, সুতা, পুঁথি, চুমকি, কুন্দন ইত্যাদি দিয়ে নকশা করা সালোয়ার-কামিজের চাহিদা আছে বেশ। সূতি পোশাকের চাহিদাটা একটু বেশি।

জামান বস্ত্রালয়ে মালিক ও মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু বলেন, “এবারের রমজান ব্যবসার জন্য খুব ভালো ছিল। মেয়েরা গরমে হালকা রঙের জামা কাপড়ে প্রাধান্য বেশি দিচ্ছে

তাই হালকা রঙের কাপড় ভালো বিক্রি হচ্ছে এছাড়াও উৎসবের কারণে গাঢ় রঙের পোশাকও বিক্রি হচ্ছে বেশ। আলহামদুলিল্লাহ, বেচাকেনা ভালো চলছে। আশা করি ঈদের পর্যন্ত আরো উন্নতি হবে।”

নতুন শাহবস্ত্রালয়ের স্বত্বাধিকারী দীপঙ্কর সাহা দেবু জানান, “রমজান উপলক্ষে বেচাকেনা ভালো ছিল, তবে আরও একটু ভালো হওয়ার প্রয়োজন ছিল। তবে, আমরা আশা করছি শিগগিরই আরও বিক্রি হবে।”

মিম নামের আরেক ক্রেতা বলেন, “আমরা বাজার করতে এসেছি এবং রমজানে আমাদের বাজেট অনুযায়ী শপিং করতে পারছি, যা আমাদের জন্য খুবই আনন্দের। এবার ঈদে অনেক কিছু কিনতে পারছি, যা আগে সম্ভব হতো না।”

এবারে ঈদের বাজারে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে থ্রি পিস, শাড়ি এবং ছোট বাচ্চাদের পোশাক। বাজারে আগত ক্রেতারা জানাচ্ছেন, এবার ঈদ শপিংয়ে অনেক বেশি ভালো লাগছে, কারণ পছন্দমত সব কিছু পেয়ে যাচ্ছেন।

চুয়াডাঙ্গায় ক্রেতা-বিক্রেতাকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় নির্দেশনা অমান্য করে মার্কেট খোলা রেখে পণ্য কেনাবেচার অভিযোগে ২৪জন ক্রেতা-বিক্রেতাকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

গতকাল সোমবার দুপুরে শহরের নিউ মার্কেটে এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে তাদের কাছ থেকে ৭৫হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, গত ১৫ মে থেকে করোনার সংক্রমণ রোধে জেলার সকল মার্কেট-শপিংমল বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু এ নির্দেশনা অমান্য করে শহরের নিউ মার্কেটের ব্যবসায়ীরা ভোর থেকে গোপনে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে- এমন খবরের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার সকাল থেকে নিউ মার্কেটে ভ্রাম্যমাণ আদালত

অভিযান চালায়।

অভিযানে মার্কেটের দোকানগুলো বাইরে থেকে তালাবদ্ধ রেখে ভিতরে পণ্য কেনাবেচা প্রমাণ মেলে। এমন অভিযোগে ২৪ জন ক্রেতা বিক্রেতাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে সোপর্দ করা হয়। পরে তাদেরকে ৭৫ হাজার ৯০০ টাকা অর্থদন্ড করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস, হাবিবুর রহমান ও ফিরোজ হোসেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস জানান, জরিমানার অর্থ আদায় করা সকলে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে ঈদ বাজারে কেনাবেচায় অংশ নিয়েছিল। এদের মধ্যে মার্কেটের নিউ ফালগুনি বস্ত্রালয়ের মালিক আশরাফুল হক ফিরোজকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পরে তাদেরকে পণ্য কেনাবেচা না করার জন্য অঙ্গীকার করানো হয়।